গাংনীতে এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্মানে বিশেষ আপ্যায়ন

“মানবিকতার টানে, হাসুক প্রতিটি মুখ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে কসবা ব্লাড ব্যাংক ও জনকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্মানে এক বিশেষ আপ্যায়ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী, টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কামাল হোসেন লাল্টু, সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক সাগর ইসলাম, সহ-সভাপতি আজিজুল হক আকাশসহ অন্যান্য সদস্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপদেষ্টা রফিকুল আলম বকুল বলেন, কসবার একঝাঁক তরুণের এই মহতী উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের অসচ্ছল, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সহায়তামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শীতকালে শীতবস্ত্র বিতরণ, ঈদে খাদ্যসামগ্রী প্রদান এবং জরুরি প্রয়োজনে রক্তদানসহ নানা মানবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি এ কার্যক্রমে যারা আর্থিক সহায়তা, সময় ও শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং ভবিষ্যতে আরও সক্রিয়ভাবে মানবসেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পাশাপাশি সমাজের সামর্থ্যবান ও বিত্তবানদেরও এ ধরনের উদ্যোগে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদ বলেন, “আমাদের চারপাশের এই নিষ্পাপ শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদের মুখে হাসি ফোটানো এবং একবেলা তৃপ্তি সহকারে খাওয়ানোর এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতারই অংশ।”

তিনি আরও বলেন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সবার সম্মিলিত

উদ্যোগ প্রয়োজন এবং এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

দর্শনায় এতিম শিশুর পাখিভ্যান চুরি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা রেল বাজারের দর্শনা জনতা ব্যাংকের সামনে থেকে যাত্রী সেজে এক এতিম শিশুর পাখিভ্যান চুরির ঘটনা ঘটেছে। উপার্জনের একমাত্র সম্বল হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ৪ সদস্যের ভুক্তভোগী পরিবার।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা রেল বাজারের দর্শনা জনতা ব্যাংকের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের সদাবরি গ্রামের মৃত আরাফাত মোল্লার ছেলে আকাশ (১৩) সদাবরি গ্রাম থেকে একজন যাত্রী নিয়ে দর্শনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথে মধ্যে দর্শনা পুরাতন বাজার থেকে আরেক যাত্রী পাখিভ্যানে ওঠে। ওই দুই যাত্রী দর্শনা রেল বাজারের দর্শনা জনতা ব্যাংকের সামনে নেমে যায়।

পরে এতিম শিশু আকাশকে বলে, আমি একটা জিনিস কিনে দেব, তুমি নিয়ে আসবে। আকাশ সহজ-সরল মনে জনতা ব্যাংকের সামনে পাখিভ্যান রেখে রেল বাজার বটতলায় যায়। কিছুক্ষণ পরে আকাশ এসে দেখে, পাখিভ্যান নেই। একমাত্র উপার্জনের পাখিভ্যান হারিয়ে কিছুতেই কান্না থামছে না আকাশের। এ পাখিভ্যান হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে আকাশ।

এতিম শিশু আকাশ কোনো উপায় না পেয়ে দর্শনা পুলিশকে খবর দেয়। দর্শনা থানা পুলিশ সাথে সাথে এতিম শিশু আকাশকে নিয়ে পুলিশের গাড়িতে করে খুঁজতে থাকে। তবে পুলিশ সিসি ক্যামেরা দেখে চোরটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, কয়েক মাস ধরে বাড়িতে বাড়িতে তালা ভেঙে, দরজার গ্রিল ও টিন কেটে চুরি এবং দোকানেও একই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটছে।

এছাড়া বাড়ি, রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে পাখিভ্যান, ইজিবাইক, সাইকেল ও মোটরসাইকেলসহ নানা ধরনের মালামাল চুরি হচ্ছে, যা এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। স্থানীয়রা প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর জন্য জোর দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন, চুরির ঘটনা শুনেছি, তখন আমি মিটিংয়ে ছিলাম। তবে আমি সাথে সাথে আমার অফিসার ও ফোর্স পাঠিয়ে বিষয়টি দেখতে বলেছি।

এতিমের পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহ পৌর এলাকার মুরারীদহ গ্রামের শিপনের পানের বরজ রাতের আধারে ঘাস পোড়ানো ঔষুধ দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

রোববার (২৭জুলাই) রাতে এক বিঘা জমির পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো কে বা কেহারা! এ ব্যাপারে সখি খাতুন ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেছে।

এতিমের পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো শুত্রুতা করে। মানুষ মরে গেলেও এমন কান্না দেখা যায়না। কান্না যেন থমাছেই না তাদের। একটি এতিম পরিবারের ৮ জনের খাবার দেবে কে? একটি পানের বরজ পোড়ানো মানে একটি পরিবার শেষ করে দেওয়া।

বরজের মালিক শিপন জানান, মাঠে পানের বরজে গিয়ে দেখতে পায় ঘাস পোড়া কীটনাশক ব্যবহার করে পান নষ্ট করে দিয়েছে। আমার এক বিঘা জমি ধরন্ত পান ছিলো। যা সম্পুর্ন নষ্ট হয়ে গেছে। এতে আমার ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। যা পোষাবার নয়। আমার বড় ভাই ৪ বছর আগে মারা গেছে। তাদের দুইটি মেয়ে ও আমার ভাবী আছে। অসুস্থ মা-বাবা আছে। আমার সন্তানসহ স্ত্রী রয়েছে। এই পানের বরজ দিয়ে ৮জন লোকের মুখের ভাত যোগাড় করতাম। এখন আমার এই পরিবারের সকল সদস্যের মুখের ভাত বন্ধ হয়ে গেলো। আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে এর সুষ্ঠু বিচার কামনা করেন।

হরিণাকুণ্ডুতে দুই টাকায় এতিম শিশুদের দুপুরের খাবার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কন্যাদহ সিদ্দিকীয়া এতিমখানা (হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোডিং) এ “দুই টাকায় হাসি” প্রতি মাসের নিয়মিত আয়োজনের ১৪ তম পর্বে প্রায় ৫০ জন এতিম শিশুদের নিয়ে বুধবার দুপুরের খাবার হিসাবে সাদা ভাত, ডাল, গরুর মাংস ও দইয়ের আয়োজন করা হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন প্রগতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি সাজিদ মাহমুদ, “দুই টাকায় হাসি” পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ক মোঃ রাশেদ আহম্মেদ, সহ-সমন্বয়ক মোঃ মারুফ হোসেন, মোঃ তুহিন মোল্যা, আব্দুল্লাহ আল জুবায়ের, আবুল কালাম আজাদ, মোঃ আব্দুস সুবহান সহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল সদস্যরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বপ্নচারু একাডেমি অব ফাইন আর্টস এর পরিচালক শাহিন চারুদেশ সহ অন্যান্যরা।

প্রগতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি সাজিদ মাহমুদ বলেন, মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে “দুই টাকায় হাসি” কর্মসূচি সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়ে আসেছে। পরবর্তীতেও এটি চলমান থাকবে বলেও জানান। তিনি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

স্বপ্নচারু একাডেমি অব ফাইন আর্টস এর পরিচালক শাহিন চারুদেশ বলেন, প্রগতি সংগঠনের “দুই টাকায় হাসি” কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করে এবং এই কার্যক্রম শুধুমাত্র ঝিনাইদহে নয়, বরং পুরো দেশব্যাপী যেন চলমান থাকে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

“দুই টাকায় হাসি” পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ক মোঃ রাশেদ আহম্মেদ বলেন, এই কর্মসূচি সুবিধাবঞ্চিতদের মুখে হাসি ফোটানোর অন্যতম মাধ্যম। তাই সবসময় সকলের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করছি। আমরা যেন আরো দূর্বার গতিতে সামনে অগ্রসর হতে এবং এতিম ও সুবিধাবঞ্চিতদের মুখে হাসি ফোটাতে পারি।